পুজোমণ্ডপেই এবার পরিষেবার ডালা নিয়ে হাজির হরেক কর্পোরেট সংস্থা, লক্ষ্য বাজার ধরা

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী • কলকাতা

পুজো এখন আর ঠাকুর দেখায় আটকে নেই। কোথাও বিনা পয়সায় ওয়াই-ফাই'য়ের হাতছানি, তো কোথাও সেলফি তোলার জন্য আলাদা জোন। ভিড়ের বহর বাড়াতে নতুন কৌশল খুঁজতে কসরত কম করছে না পুজোর উদ্যোক্তারাও। সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছে হরেক কর্পোরেট সংস্থা। বিপণন বাড়ানোর জন্য এতদিন যারা মণ্ডপে মণ্ডপে বিজ্ঞাপন দিয়েই ক্ষান্ত থাকত, তারাই এখন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে হরেক পরিষেবা নিয়ে হাজির।

ধরা যাক গুগলের কথাই। কলকাতা পুলিশের সাথে একযোগে তারা প্যান্ডেল খোঁজার পরিষেবা চালু করেছে। কোন এলাকায় কোন মণ্ডপ আছে, তা গুগল ম্যাপের আলাদা আইকন থেকে জানা যাবে। কোন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঢোকা যাবে না, কোন রাস্তা একমুখী বা ওয়ান ওয়ে করা আছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পাওয়া যাবে ম্যাপে, দাবি গুগলের। পঞ্চমী থেকে এই পরিষেবা চালু করছে তারা। এর পাশাপাশি থাকছে আরও পরিষেবা। যেমন, জ্যাম বা যানজট এড়াতে থাকবে ট্রাফিক অ্যালার্ট। রিয়েল টাইম ট্রাফিক পরিষেবায় সাধারণ মানুষ আন্দাজ করতে পারবেন, জ্যাম এড়িয়ে কতক্ষণ সময় তিনি পাবেন প্যান্ডেলে যাওয়ার জন্য। এমনকী জ্বালানি, কফিশপ বা খাওয়ার জায়গা কোথায়, তাও জানাবে গুগল।

সুস্বাদু চিকন ডিশে বাজার মাত করা কেএফসি দেশপ্রিয় পার্ক সর্বজনীন, যোধপুর পার্ক সর্বজনীন, বোসপুকুরের মতো বেশ কয়েকটি পুজো মণ্ডপে আড্ডাখানা খুলে ফেলেছে। সেখানে যেমন মুরগির ঠ্যাং চিবানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনই ক্লান্ত দর্শনার্থীরা সেই আড্ডাখানায় কিছুটা জিরিয়েও নিতে পারবেন, এমনটাই দাবি করছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে কলকাতার রেস্তরাঁগুলিতেও পুজোর আবহ রাখা হবে, জানিয়েছে তারা। মেনুতেও থাকবে উৎসবের ছোঁয়া। এমনকী সংস্থাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্যও আলাদা ব্যবস্থা করেছে। সেখানে যাঁদের পোস্ট বেশি হবে, বা বেশি জনপ্রিয় হবে, তাঁদের দেওয়া হবে পুরস্কারও।

প্রবাসীদের কাছে পুজোর স্বাদ পৌঁছে দিতে হাজির আন্তর্জাতিক ইলেকট্রিক্যাল ব্র্যান্ড লিগ্রাঁ। যাঁরা দেশের অথবা রাজ্যের বাইরে থাকেন, কোনও কারণে পুজোর দিনগুলোয় হাজির হতে পারেন না কলকাতায়, তাঁরা যাতে উৎসবের অনুভূতিগুলি হারিয়ে না ফেলেন, তার জন্য কামহোম টু পুজো ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট খুলেছে ওই সংস্থা। সেখানে মণ্ডপ, প্রতিমা, খাবারদাবার বা নিজেদের ছবির ইনস্টাগ্রাম ও ট্যুইটার পোস্ট করতে পারবেন সবাই। ২০টি মণ্ডপে ফ্ল্যাশ মব, যেখানে নিজেদের ভিডিও পোস্ট করা যাবে। যাঁদের বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন বাইরে থাকেন, তাঁরা ফিরে পেতে পারেন পুজোর আনন্দ লিগ্রাঁ'র হাত ধরে, দাবি সংস্থার।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এবার বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের মতো কয়েকটি নামজাদা পুজো কমিটির পাশাপাশি গটিছড়া বেঁধেছে কয়েকটি হাউজিং কমপ্লেকসেও। সেখানে তারা যেমন নানা ইভেন্ট এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে, তেমনই এয়ার ইন্ডিয়ার দূত হিসাবে বিভিন্ন মণ্ডপে ঢাক বাজাবেন ঢাকিরা। এয়ার ইন্ডিয়ার নিজস্ব ম্যাসকট মহারাজা পুজোর দিনগুলিতে থাকছেন বাঙালির সাজে। মাঝ আকাশেও পুজোর মেজাজ আনতে, সেখানে রাখা হয়েছে হরেক বাঙালি খানা। কলকাতা থেকে যে বিমানগুলি দেশের বড় শহর বা বিদেশের মাটি ছোঁয়ার জন্য উড়ে যাবে, সেখানে রাখা হচ্ছে পুরদস্তুর বাঙালি মেনু। ঢাকাই মুরগি, মাছের ভাপা, ভেটকির পাতুরি, চিকেন ডাকবাংলো, ফুলকপি কষা, ইঁচড়ের কোপ্তা, ছানার *কালিয়া, মোচার ঘন্ট, ধোঁকার ডালনা, মুগমোহন, বাসন্তি পোলাও, ঝিঙে* পোস্ত, মিষ্টি দই, ল্যাংচা, রাজভোগ, রসগোল্লার মতো মেন কোর্স মেনু বা ডেসার্ট যেমন আছে, তেমনই থাকছে মাংসের চপ, নারকেল দিয়ে ঘুগনি বা সীতাভোগ বা মিহিদানা। যাত্রীদের খাবার পরিবেশন করা হবে কলাপাতায়।